নির্বাচনি পরীক্ষাপূর্ব প্রস্তুতিমূলক বিশেষ অনুশীলন - ২০২০

শ্রেণি: দশম **বিষয় কোড: ১১২**

বিষয়: হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল)

সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান- ৭০**

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণজ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও।
যেকোনো সাত টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। বীরু ছোটবেলা থেকেই ভীষণ ধর্মানুরাগী। তার উপনয়নের পর থেকে কাকার কথানুযায়ী প্রতিদিনই একটু একটু করে গীতা পাঠ অভ্যাস করছে। একদিন সে তার পাঠের মাধ্যমে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে জানতে পারে। এ বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার জন্য আরও কিছু ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করে। এসব ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমে সে জানতে পারে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভববান ও অবতার এগুলো সৃষ্টিকর্তারই বিভিন্ন রূপ মাত্র।

ক) ব্রহ্ম কী? ১

খ) ঈশ্বরকে স্বয়ম্ভূ বলা হয় কেন? ২

গ) ভগবানরূপে স্রষ্টার স্বরূপ সম্পর্কে বীরু কী বলেছিলো? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ) অবতাররূপে স্রষ্টার নেমে আসার বিষয়টি বীরু কীভাবে বুঝতে পেরেছিলো? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২। বীনা তার মামার সাথে শাহবাগের রাস্তার জ্যামে গাড়িতে বসে আছে। এমন সময় একজন ভিক্ষুক এসে ভিক্ষা চাইল। বীনা তাকে বকা দিয়ে জানালা উঠিয়ে দেয়। তখন মামা বীনাকে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীটি শোনাণ-

"জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

ক) সেবা কাকে বলে? ১

খ) জীবসেবা করার প্রয়োজন কেন? ২

গ) উদ্দীপকে বীনার মামার আচরণ তাকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ) উদ্দীপকে বীনার মামার উক্ত বাণীটি হিন্দুধর্মের আদর্শের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩। নির্বাণ চক্রবর্তী তার চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করতে মহাযোগীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন মহাযোগী বলেন জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগই যোগসাধনা। তবে এ সাধনার আটটি স্তর রয়েছে। তুমি এগুলো অনুশীলনের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করতে পারবে। যোগসাধনার সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে সমাধি। নির্বাণ অবনত মস্তকে মহাযোগীর উপদেশ শুনে তা অনুশীলন করতে শুরু করলেন।

ক) মুক্তিলাভের বিশেষ উপায় কী? ১

খ) যোগাসাধনা বলতে কী বোঝায়? ২

গ) মহাযোগী যোগসাধনার যে আটটি স্তরের কথা বলেছেন পাঠ্যবই অনুসারে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ) যোগসাধনার সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে সমাধি। উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন -

কর্মে তব অধিকার,
ফলে কভু নয়।
ফলাসক্তি ত্যাগ কর,
কর্ম ত্যাজ্য নয়। (২/৪৭)

ক) ঋষিগণের মতে কয়টি সাধন পথের মাধ্যমে মোক্ষলাভ করা যায়? ১

খ) নিষ্কাম কর্ম বলতে কী বোঝায়? ২

গ) মোক্ষলাভের জন্য তুমি উদ্দীপক থেকে কী শিক্ষা লাভ করবে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ) "ফলাসক্তি ত্যাগ কর কর্ম ত্যাজ্য নয়"- মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৫। অমিত এবং মিনা অনেকদিন থেকেই দুজন দুজনকে পছন্দ করে। তারা একসাথে বসবাস করতে চায়। কিন্তু অমিত খুব স্বল্প বেতনের একটি চাকরি করে। তখন মিনা অমিতকে পরামর্শ দেয় পালিয়ে যাবার। তবে অমিত তাতে রাজি হয় না। সে বলে বাবা-মায়ের আশীর্বাদ ছাড়া বিবাহ করা উচিত নয়। কারণ বিবাহই মানুষের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনকে পূর্ণময় করে তোলে। পরবর্তীতে সে ভালো চাকরি পেয়ে বাবা মায়ের অনুমতি এবং সমাজের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে মিনাকে বিবাহ করে।

ক) বিবাহ শব্দের উৎপত্তিগত অর্থ কী? ১

খ) সংস্কার বলতে কী বোঝায়? ২

গ) উদ্দীপকে অমিত আর মিনার সমাজে কোন প্রচলিত নিয়ম অনুসারে বিবাহ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ) বিবাহই মানুষের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনকে পূর্ণময় করে তোলে। অমিতের জীবনের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৬। সুধীর অনেক দিন থেকে মেরুদণ্ডের রোগে ভুগছে। সুস্থ হওয়ার জন্য দু-দুবার সে অনেকগুলো টাকা খরচ করে মাদ্রাজ পর্যন্ত ঘুরে এসেছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। অনন্যোপায় হয়ে সুধীর রোগ মুক্তির আশায় এক সন্ন্যাসীর কাছে গেলো। সন্ন্যাসী সুধীরকে অষ্টাঙ্গযোগ অনুশীলন করতে বলেন। যার ফলে সে এখন পুরাপুরি সুস্থ।

ক) অষ্টঙ্গযোগের পথ কী? ১

খ) যোগের প্রয়োজন কেন? ২

গ) সুধীর কীভাবে তার শরীরের এবং মেরুদণ্ডের সকল সমস্যা থেকে মুক্তিলাভ করলো? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ) অষ্টাঙ্গ যোগই হচ্ছে শরীরকে সুস্থ রাখার একমাত্র পথ"- উক্তিটি সুধীরের করণীয় কাজের আলোকে বিচার করো। ৪

৭। বিকাশ চক্রবর্তী খুলনা জেলার একজন ধর্মানুরাগী ব্যক্তি। সমাজে তার অনেক ক্ষমতা এবং প্রভাব। তিনি প্রতিদিন সকালে বাসা থেকে বের হওয়ার পূর্বে ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন মানবজীবনে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে এবং নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মগ্রন্থের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মানুষকে সৎ ও ন্যায়ের পথে থাকার পরামর্শ দেন।

ক) হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম কী? ১

খ) বিধি-বিধান পালন করা দরকার কেন? ২

গ) ধর্মীয় গ্রন্থ কীভাবে বিকাশকে প্রভাবিত করে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ) নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে এবং নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মগ্রন্থের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

৮। পলাশ ইতিহাসের অধ্যাপক। সকালে পূজাহ্নিক করে তিনি কর্মস্থলে বের হন। তিনি প্রতিদিন পশুপাখিদের খাবার দেন এবং দরিদ্র অসহায়দের প্রচুর দান-ধ্যান করেন। পলাশ বাংলাদেশের প্রচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা এবং গ্রন্থ রচনা করেন। সত্য ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক সময় তিনি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কখনো সত্য প্রচারে বিমুখ হন না। এবং তার বক্তব্য গ্রহণ করা না হলেও ভেঙে পড়েন না। এ সকল কারণে তিনি প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হন।

ক) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা কোন শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত? ১

খ) ধর্মীয় শাস্ত্র পড়া জরুরি কেন? ২

গ) পলাশের আচরণিক মূল্যবোধের মাধ্যমে সমাজ ও পরিবার কীভাবে উপকৃত হতে পারে তা তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ) পলাশের দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে যে, 'সৎকর্ম কখনো বিফলে যায় না; - পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৯। ধর্মবিষয়ক শিক্ষক নবম শ্রেণিতে আদর্শ জীবনচরিত অধ্যায়ের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে এমন একজনের কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন, যিনি ইউরোপিয় বেশভূষা ত্যাগ করে একজন তপস্বিনীর বেশ ধারণ করেন। এবং একটি আশ্রমের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আশ্রমটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে ওঠে। এমনকি তার সৌন্দর্যবোধ ও অভাবনীয় পরিকল্পনায় একটি নগরও গড়ে ওঠে।

ক) শ্রীবিজয়কৃষ্ণের পিতার নাম কী? ১

খ) বিজয়কৃষ্ণ কেন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন? ২

গ) উদ্দীপকের ধর্মীয় শিক্ষক যে সাধক-সাধিকার কথা তুলে ধরেন তাঁর সাধনজীবন তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ) নগর প্রতিষ্ঠায় উক্ত সাধক-সাধিকার অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

১০। নারায়ণ বাবু মা-বাবার একমাত্র সন্তান। তিনি মাকে খুবই ভালোবাসেন। পড়ালেখায় তার ছিল অসামান্য মেধা। একদিন এক সাধুর সাথে তার সাক্ষাৎ হলে সাধু তাকে ব্রহ্ম সাধনার কথা বলেন। সাধুর পরামর্শে তিনি মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে ব্রহ্ম সাধনার জন্য গৃহত্যাগ করতে গেলে মা তাকে বাধা দেন। অবশেষে তিনি মাকে বুঝিয়ে বলেন সে যেখানে থাকুক না কেন মায়ের অন্তিম সময়ে অবশ্যই পাশে উপস্থিত থাকবেন। একথা বলে তিনি চলে যান।

ক) শ্রীশঙ্করাচার্য কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন? ১

খ) 'জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই - বুঝিয়ে লেখ। ২

গ) শ্রীশঙ্করাচার্যের সাথে নারায়ণ বাবু চরিত্রের বৈসাদৃশ্যগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতো নারায়ণ বাবুও ছিলেন মাতৃভক্ত - মূল্যায়ন করো। ৪

১১। কেশব মেধাবী ও ভালো ছাত্র ছিলো। অসৎ সঙ্গে পড়ে সে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। এ কারণে সে অর্থ যোগাড় করতে গিয়ে চুরি ও মিথ্যার আশ্রয় নেয়। তার বাবা মা ভীষণ চিন্তিত হয়ে তাকে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করে দেয়।

ক) নমস্কার কত প্রকার? ১

খ) মাদক গ্রহণ কেন অধর্ম? ২

গ) কেশবের এই অবস্থার প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপায়গুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ) 'অসৎসঙ্গের দৌরাত্ম্যে মানুষের মারাত্মাক ক্ষতি হতে পারে' - পাঠ্যপুস্তক ও কেশবের জীবনের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪